ক্ষত্রিয়াদি হইলেও শূদ্রমধ্যে পরিগণিত। শ্রীমদ্ভাগবতের ৭।১৪।৩৪-৪২ শ্লোকে এবং ৭।১৫।১-২ শ্লোকে দেবর্ষি নারদ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির মহাশয়ের নিকট সম্প্রদানের পাত্র নির্দ্দেশ প্রসঙ্গে অধিষ্ঠান বিচারে শ্রীমূর্ত্তিপূজা হইতেও পুরুষমাত্রের পূজার আধিক্য উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যেও জ্ঞানীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন করানো হইয়াছে। সেই জ্ঞানীও মোক্ষকামী ভক্ত্যাশ্রয় অর্থাৎ যে জন মুক্তি পাইবার কামনায় শ্রীহরিকেই ভজন করে, এমন জ্ঞানীকেই দানের শ্রেষ্ঠ পাত্ররূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। সেই প্রকরণে ৭।১৫।২ শ্লোকে "জ্ঞাননিষ্ঠায় দেয়ানি" অর্থাৎ যে জন জ্ঞাননিষ্ঠ, তাহাকেই শ্রাদ্ধপাত্র দান করিতে হইবে—এইপ্রকার উপসংহার শ্লোকে জ্ঞানীকেই দানপাত্ররূপে উল্লেখ করা হইয়াছে। অন্যত্র কিন্তু "নমে ভক্তশ্চতুর্ব্বেদী"—যে জন চারিটি বেদে অভিজ্ঞ, সে যদি আমার ভক্ত না হয়, তবে সে দানপাত্র নহে। ১০।৯।১৬ শ্লোকে "নায়ং সুখাপো ভগবান"—এই গোপিকাসুত ভগবান দেহীগণের সুখাপ নহেন, জ্ঞানীদের সুখাপ নহেন, আত্মারামাগণেরও সুখাপ নহেন, এমন কি নারায়ণে ভক্তিমান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানী ভক্তগণেরও সুখাপ নহেন। এই যশোদানন্দন ভগবানরূপে যাহারা ভক্তিমান, তাঁহাদেরই সুখাপ। ৬।১৪।৪ শ্লোকে "মুক্তানামপি সিদ্ধানাম্" কোটী কোটী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষগণ মধ্যে একজন সিদ্ধিলাভ করে। কোটী কোটী সিদ্ধমহাপুরুষগণের মধ্যে শ্রীনারায়ণ-সেবানিষ্ঠ নিষ্কাম ভক্ত সুদুর্ল্লভ। ইত্যাদি বচনে জ্ঞানী হইতে ভক্তেরই উৎকর্ষ উল্লিখিত আছে। সেই নিষ্কামভক্তেরও উপাস্যা শ্রীমূর্ত্তির যে উৎকর্ষ—তাহা বলাই বাহুল্য। অতএব শ্রীমূর্ত্তিকে উদ্দেশ্য করিয়া রথযাত্রাপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা আছে—

নানুব্রজতি যো মোহাদ্‌ব্রজন্তং জগদীশ্বরম্।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণি স ভবেদ্ ব্রহ্মারাক্ষসঃ॥

শ্রীভগবান পুরুষোত্তম যখন রথে আরোহণ করিয়া যাত্রা করেন, তখন যে জন মূঢ়তাবশতঃ অর্থাৎ 'শ্রীমূর্ত্তিতে সাক্ষাৎ ভগবান'—এই বুদ্ধি না থাকায় তাঁহার পশ্চাৎ গমন না করে, জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধকর্ম্ম হইয়াও সে জন ব্রহ্মারাক্ষস হইয়া থাকে। এই প্রমাণে বেশ বুঝা যায়—জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিও শ্রীমূর্ত্তির সেবা বা আদর না করিলে অপরাধী এবং অধঃপতিত হয়। অতএব ভঙ্গীতে শ্রীমূর্ত্তিকে পূজা করাই জ্ঞাননিষ্ঠের পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ। তথাপি দানপাত্রে ইত্যাদির অর্থও ক্রমে দেখাইতেছেন। ৭।১৪।২৮—৩৬ "পাত্রন্তত্র নিরুক্তং" ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন—"সেই রাজসূয়যজ্ঞে পাত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণ একমাত্র হরিকেই মুখ্যপাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন; যেহেতু এই চরাচর বিশ্ব হরিময়। যে শ্রীহরিকে অর্পণ করিলে সকলকেই অর্পণ করা হয়। কারণ